চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জে শিংনগর সীমান্তে বিএসএফ সদস্যদের গুলিতে কৃষক মোঃ সানাউল হকের মৃত্যুর অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন
অধিকার

২৫ জুলাই ২০১২ দুপুর আনুমানিক ১.৫০ টায় চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার মনাকষা ইউনিয়ন পরিষদের তারাপুর মড়লপাড়া গ্রামের আব্দুর রশিদ ও মোসাঃ মিনয়ারা খাতুনের ছেলে মোঃ সানাউল হককে (২৫) ধানক্ষেতে সেচ দেবার সময় শিংনগর সীমান্তে বিএসএফ (ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী) সদস্যরা গুলি করে হত্যা করে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, সানাউল একজন কৃষক। তাঁর জমিটি ১৬৯ এর ১-এস পিলার থেকে ১০০ গজের মধ্যে অবস্থিত। সানাউল তাঁর ধানক্ষেতে সেচ দেবার সময় ভারতের মালদহ জেলার বৈষ্টবপুর থানার দৌলতপুর সীমান্তে ২০ ব্যাটালিয়নের বিএসএফ সদস্যরা সীমান্তে দাঁড়িয়ে সানাউলকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। বিএসএফ সদস্যদের ছোঁড়া গুলিতে সানাউল হক ঘটনাস্থলেই মারা যান বলে পরিবারের অভিযোগ।

ছবি: মোঃ সানাউল হক

অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানের সময় অধিকার কথা বলে-

- সানাউলের আত্মীয়-স্বজন
- প্রত্যক্ষদর্শী এবং
- আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে।

আব্দুর রশিদ (৫৩), নিহত সানাউলের বাবা

আব্দুর রশিদ অধিকারকে বলেন, সানাউল প্রতিদিনের মত ২৫ জুলাই ২০১২ সকাল আনুমানিক ১০.০০ টায় ধান ক্ষেতে সেচ দেয়ার জন্য যায়। দুপুর আনুমানিক ২.০০ টায় তাঁর ভাই মোঃ আলকেস বাড়িতে এসে তাঁকে জানান, তাঁর মেঝ ছেলে সানাউলকে বিএসএফ সদস্যরা গুলি করেছে এবং সানাউল গুলিবিদ্ধ হয়ে ধানক্ষেতের পাশে পড়ে আছে। এ কথা শুনে তিনি সে সময়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।

মোসাম্মৎ বেবী (২২), নিহত সানাউল হকের স্ত্রী

মোসাম্মৎ বেবী অধিকারকে বলেন, ২৫ জুলাই ২০১২ সকাল আনুমানিক ১০.০০ টায় তাঁর স্বামী সানাউল ধান ক্ষেতে পানি দেয়ার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়। ওই দিন দুপুর আনুমানিক ২.০০ টায় তাঁর চাচা শ্বশুর আলকেস এসে তাঁকে জানান যে, সানাউলকে বিএসএফ সদস্যরা গুলি করেছে এবং সানাউল গুলিবিদ্ধ হয়ে ধানক্ষেতের পাশে পড়ে আছে। এ কথা শুনে তিনি ধান ক্ষেতে যান এবং ক্ষেতের কাছে ডান চোখে গুলিবদ্ধ অবস্থায় সানাউলকে পড়ে থাকতে দেখেন। পরে শিবগঞ্জ থানার পুলিশ সদস্যরা খবর পেয়ে সেখানে এসে সানাউলকে নিয়ে যায়। ২৬ জুলাই ২০১২ দুপুর আনুমানিক ২.০০ টায় সানাউলের লাশের ময়না তদন্ত শেষে লাশ বাড়িতে এনে দাফন করেন।

বাম থেকে সানাউলের স্ত্রী মোসাম্মৎ বেবী ও সন্তান এবং মা-বাবা

মোঃ আলকেস (৪৫), নিহত সানাউলের চাচা এবং প্রত্যক্ষদর্শী

মোঃ আলকেস অধিকারকে বলেন, ২৫ জুলাই ২০১২ দুপুর আনুমানিক ১.৪৫ টায় শিংনগর সীমান্ত এলাকায় ১৬৯ এর ১-এস পিলারের উত্তরপূর্ব দিকে ধানক্ষেতে সেচ দেয়ার জন্য মেশিন ঘরের পাশে আলের ওপর তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন। দুপুর আনুমানিক ১.৫০ টায় তিনি হঠাৎ দুই রাউন্ড গুলির শব্দ শুনতে পান। গুলির শব্দ শুনতে পেয়ে জীবন বাঁচানোর জন্য তিনি ধান ক্ষেতের আড়ালে আলের ওপর মাটিতে শুয়ে পড়েন। এর কিছুক্ষণ পর অত্যন্ত ভয়ে তিনি সামান্য মাথা উঁচু করে দেখেন যে, ভারতের দৌলতপুর সীমান্তে ৫/৬ জন বিএসএফ সদস্যসহ বিএসএফের একটি

গাড়ি দাঁড়ানো রয়েছে। একজন পোষাকধারীসহ ৫/৬ জন বিএসএফ সদস্য তাঁর দিকে অস্ত্র তাক করে আছে। তিনি ধারণা করেন, সাদাপোষাকধারী ব্যক্তি বিএসএফ এর উর্দ্ধতন কর্মকর্তা হবে। সে সময়ে তিনি আবারও মাথা নিচু করে ফেলেন। কয়েক মিনিট পর আবারও তিনি একটি গুলির শব্দ শুনতে পান। এরপর কিছুক্ষণ গুলির শব্দ না পেয়ে সামান্য মাথা উঁচু করতেই দেখেন যে, বিএসএফ সদস্যরা গাড়িতে উঠে চলে যাচ্ছে। সে সময়ে তিনি শোয়া অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ান এবং চারদিকে তাকাতেই সানাউলকে ধান ক্ষেতের কাছে পানি দেয়ার জন্য ড্রেনের পাশে পড়ে থাকতে দেখেন। তিনি আর্তচিৎকার করে সেখানে সবাইকে ডাকেন। তিনি ধারণা করেন, বিএসএফ সদস্যদের ছোঁড়া তৃতীয় গুলিটিই সানাউলের ডান চোখের নিচে লাগে এবং তার তাৎক্ষনিক মৃত্যু হয়। এরপর তিনি সানাউলের বাবা-মাকে এবং বিজিবি শিংনগর সীমান্ত ফাঁড়িতে গিয়ে ক্যাম্প কমান্ডার নায়েক সুবেদার মোঃ আব্দুর রাশেদকে সানাউলের মৃত্যুর খবর জানান।

গোল জায়গায় সানাউল গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে ছিল । ডান চোখের নিচে গোল চিহ্নিত জায়গায় সানাউল গুলিবিদ্ধ হয়। সানাউলের কবর। (ছবিঃসংগৃহিত)

মোঃ জয়নাল আবেদিন (৭০), সানাউলের লাশের গোসলদানকারী

মোঃ জয়নাল আবেদিন অধিকারকে জানান, ২৫ জুলাই ২০১২ সানাউলের পরিবারের কাছে জানতে পারেন, বিএসএফ সদস্যদের গুলিতে সানাউল মারা গেছেন। ২৬ জুলাই ২০১২ বিকাল আনুমানিক ৪.০০ টায় তিনি জানতে পারেন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ আধুনিক সদর হাসপাতাল থেকে ময়নাতদন্ত শেষে লাশ বাড়িতে আনা হয়েছে। তখন তিনি সানাউলের বাড়িতে যান এবং লাশের গোসল সম্পন্ন করেন। তিনি দেখেন, লাশের ডান চোখের নিচে গুলির চিহ্ন দেখেন এবং বাম কানের নিচে ঘাড়ের কাছে একটি ক্ষত রয়েছে।

নায়েক সুবেদার মোঃ আব্দুর রাশেদ, ক্যাম্প কমান্ডার, বিজিবি শিংনগর সীমান্ত ফাঁড়ি, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

নায়েক সুবেদার মোঃ আব্দুর রাশেদ অধিকারকে বলেন, ২৫ জুলাই ২০১২ দুপুর আনুমানিক ২.১০ টায় দেখেন, ভারতের দৌলতপুর বিএসএফ ক্যাম্পের ২০ ব্যাটালিয়নের একটি টহল জীপ ১৬৯ মেইন পিলার বরাবর পাকা রাস্তার ওপর দাঁড়ানো অবস্থায় রয়েছে এবং জীপের সামনে অস্ত্র তাক করা অবস্থায় বিএসএফ সদস্যরা ঘোরাফেরা করছে। তিনি দুপুর আনুমানিক ২.১৫ টায় গ্রামবাসীর কাছে জানতে পারেন, ১৬৯ এর ১-এস পিলার থেকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ১০০ গজ

দুরত্বে অবস্থিত ধান ক্ষেতে পানি দেয়ার শ্যালো মেশিন ঘরের কাছে ডান চোখের নিচে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় সানাউলের মৃতদেহ রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। সে সময়ে তিনি সেখানে গিয়ে দেখেন যে, আনুমানিক ৬/৭ জন বিএসএফ সদস্য দৌলতপুর সীমান্তে কাঁটা তারের বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। কিছুক্ষণ পর টহল জীপে উঠে বিএসএফ সদস্যরা ওই এলাকা ছেড়ে চলে যায়। সানাউলের ডান চোখের নিচে গুলি লেগে মৃত্যুর ব্যাপারে তিনি বলেন যে, তাঁর ধারণা বিএসএফ সদস্যরা সানাউলকে লক্ষ্য করেই গুলি করে হত্যা করেছে। এরপর তিনি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ৯ ব্যাটালিয়ন এর অপস্ অফিসার (অপারেশনাল অফিসার) মেজর মোহাম্মদ আবু নাইম খন্দকারকে সানাউলের মৃত্যুর ব্যাপারে অবগত করেন। মেজর মোহাম্মদ আবু নাইম খন্দকার দ্রুত তাঁকে ভারতের দৌলতপুর বিএসএফ ক্যাম্পকে বিজিবির পক্ষ থেকে প্রতিবাদ এবং পতাকা বৈঠকের জন্য চিঠি পাঠানোর নির্দেশ দেন। তিনি দৌলতপুর বিএসএফ ক্যাম্পকে পতাকা বৈঠকের আহবান জানালে ২৫ জুলাই ২০১২ সন্ধ্যা ৬ টা থেকে ৬.৩০ টা পর্যন্ত ১৭০ মেইন পিলারের কাছে বিএসএফ এর সঙ্গে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সে সময়ে পতাকা বৈঠকে বিএসএফ এর পক্ষে ছিলেন দৌলতপুর বিএসএফ ক্যাম্প কমান্ডার এসি নাভেনসহ ১৫ জন বিএসএফ সদস্য এবং বাংলাদেশের পক্ষে ছিলেন বিজিবি শিংনগর ক্যাম্পের তিনি ও আরও ৬ জন বিজিবি সদস্য। পতাকা বৈঠকে তিনি সানাউলকে গুলি করে হত্যা করার কারণ জানতে চান। তখন এসি নাভেন তা অস্বীকার করেন এবং সানাউলকে দুস্কৃতিকারীরা গুলি করেছে বলে মন্তব্য করেন।

ছবিঃ ১৬৯ এর ১-এস পিলার।

এসআই রফিকউদ্দৌলা, শিবগঞ্জ থানা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

এসআই রফিকউদ্দৌলা অধিকারকে বলেন, ২৫ জুলাই ২০১২ রাত আনুমানিক ৮.৩০ টায় তারাপুর মড়লপারা গ্রামের আব্দুর রশিদ থানায় আসেন এবং তার ছেলে সানাউল হককে বিএসএফ সদস্যরা গুলি করে হত্যা করেছে মর্মে বিএসএফ সদস্যদের আসামী করে দন্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর ৬২, তারিখ ২৫/০৭/ ২০১২। তিনি জানান এসআই মোঃ রুহুল আমিন মামলটির তদন্ত করছেন।

এসআই মোঃ রুহুল আমিন, শিবগঞ্জথানা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

এসআই মোঃ রুহুল আমিন অধিকারকে বলেন, ২৫ জুলাই ২০১২ বিকাল আনুমানিক ৫.০০ টায় শিংনগর সীমান্তে ১৬৯ এর ১-এস পিলারের উত্তরপূর্ব দিকে ধানক্ষেতে সেচ দেয়ার জন্য নালার

পাশে সানাউলকে পড়ে থাকতে দেখেন। তিনি লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। তিনি সুরতহাল প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন সানাউলের ডান চোখের নিচে ছোট বৃত্তাকার জখম এবং বাম কানের নিচে ঘাড়ের মাঝামাঝি জায়গায় গুরুতর জখম রয়েছে। এরপর সানাউলের লাশের ময়না তদন্তের জন্য তা চাঁপাইনবাবগঞ্জ আধুনিক সদর হাসপাতালে পাঠান। ময়নাতদন্ত শেষে পুলিশ সদস্যরা পরিবারের কাছে সানাউলের লাশ হস্তান্তর করেন বলে তিনি জানান।

ডাঃ অসিত সরকার, আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএম ও) আধুনিক সদর হাসপাতাল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

ডাঃ অসিত সরকার অধিকারকে বলেন, ২৬ জুলাই ২০১২ সকাল আনুমানিক ১০.৩০ টায় শিবগঞ্জ থানার পুলিশ সদস্য সানাউল নামে এক ব্যক্তির লাশ ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে আনেন। তিনি লাশের শরীরে দুইটি ক্ষতচিহ্ন দেখতে পান। তিনি বলেন, লাশের ডান চোখের নিচে যেখান থেকে গুলি প্রবেশ করে যাকে চিকিৎসা শাস্ত্রে (গবফরপধষ ঃবৎস) এ বলা হয় গবীরষষবৎু ৎবমরড়হ ড়ভ ভধপব সেখানে ক্ষত ছিল। যেখান থেকে গুলি বের হয়ে গেছে তাকে বলা হয় ঙহ ঃযব ঁঢ়ঢ়বৎ ঢ়ড়রহঃ ড়ভ ৎরমযঃ ংরফব ড়ভ হবপশ এবং সেখানে গুলিটি বের হয়ে যাওয়ার চিহ্নও রয়েছে। গুলি এক পাশ দিয়ে বিদ্ধ হয়ে অপর পাশ দিয়ে বের হওয়ার ছিদ্র দেখতে পান। গান শট ইনজুরিতে সানাউল মারা গেছে বলে তিনি ময়না তদন্তে উল্লেখ করেন। সানাউলের লাশ ময়না তদন্ত শেষে দুপুর আনুমানিক ১.২০ টায় হস্তান্তর করেন। ময়না তদন্ত নম্বর-৩২/১২। ২৮ জুলাই ২০১২ তদন্ত সম্পন্ন করার পর ময়না তদন্ত প্রতিবেদন শিবগঞ্জ থানায় পাঠানো হয়েছে বলে জানান।

ধরণী, মর্গ-সহকারী, আধুনিক সদর হাসপাতাল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

ধরণী অধিকারকে বলেন, ২৬ জুলাই ২০১২ সকাল আনুমানিক ১০.৪০টায় শিবগঞ্জ থানার পুলিশ সদস্যরা সানাউল নামে এক ব্যক্তির লাশ হাসপাতালের মর্গে আনেন। তিনি লাশের শরীরে দুইটি ক্ষতচিহ্ন দেখতে পান। এর একটি ডান চোখের নিচে এবং অপরটি ঘাড়ের বাম পাশে ও বাম কানের নিচে।

অধিকার এর বক্তব্যঃ

বাংলাদেশের সীমান্তে ভারতীয় বিএসএফ কর্তৃক আশঙ্কাজনক হারে বাংলাদেশী নাগরিকদের গুলি করে হত্যার ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ঘটনায় অধিকার গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। অধিকার এই ক্ষেত্রে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে এই ঘটনা আমলে নেবার আবেদন জানাচ্ছে। একই সঙ্গে সানাউল হক এর বিএসএফের সদস্যদের ছোঁড়া গুলিতে মৃত্যুর ঘটনার নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু তদন্ত করার জন্য সরকারকে আহবান জানাচ্ছে। অধিকার মনে করে বাংলাদেশ সরকারকে তার নাগরিকদের বিএসএফ এর হাতে হত্যা-নির্যাতন বন্ধের জন্য সচেষ্ট হতে হবে এবং ভারত সরকারের কাছ থেকে ভিক্টিম বা তাঁর পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে।

-সমাপ্ত-